রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কণ্ঠসংগীত বিভাগ দ্বারা আয়োজিত
জাতীয় স্তরের আলোচনা সভা

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :
নচিকেতা ঘোষ ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

স্থান : উদয় শঙ্কর হল
সংগীত ভবন : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
এমারেল্ড বাওয়ার ক্যাম্পাস
৫৬ এ, বি টি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫০

তারিখ :- ২৪/০৩ /২০২৬ ও ২৫/০৩/২০২৬

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

নচিকেতা ঘোষ

নচিকেতা ঘোষ ছিলেন বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রসংগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ সুরকার ও সংগীত পরিচালক। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর তাঁর গভীর দখল ছিল, যা তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি সুরে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সুরের মূল শক্তি লুকিয়ে থাকে তার পরিমিতিবোধ ও আন্তরিকতায় - এই দর্শনই তাঁর সংগীতকে এক আলাদা পরিচয় দিয়েছে।

১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ছবির পাশাপাশি তিনি হিন্দি ছবিতেও সফলভাবে কাজ করেন এবং দুই ভাষার চলচ্চিত্র সংগীতের মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সুরে শাস্ত্রীয় সংগীতের ছায়া থাকলেও তা কখনও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি; বরং সাধারণ শ্রোতার কাছেও সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী ছিল।

-: বাংলা চলচ্চিত্র :-

শেষ প্রশ্ন – ছবিটির গানগুলি সুর ও আবেগের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত।
বিধিলিপি – সংযত অথচ গভীর আবেগময় সুরের জন্য স্মরণীয়
রূপলেখা – রোমান্টিক ও শাস্ত্রাশ্রিত গানের জন্য পরিচিত।
অগ্নিপরীক্ষা – ছবির গানগুলি তখনকার সময়ে খুব জনপ্রিয় হয় ।

-: হিন্দি চলচ্চিত্র :-

মা (১৯৫২) - আবেগপ্রবণ ও মেলোডিয়াস গানগুলির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাত্রিক- শাস্ত্রীয় সংগীতনির্ভর চলচ্চিত্রসংগীতে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ

নচিকেতা ঘোষের গানের জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল-

রাগাশ্রিত কিন্তু সহজবোধ্য সুর, কথার আবেগকে ছাপিয়ে না যাওয়া সংগীত, গায়কের কণ্ঠ সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর সুর করা অনেক গান আজ হয়তো আলাদা করে নাম ধরে মনে রাখা হয় না কিন্তু বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রসংগীতের রুচিশীল ধারাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নচিকেতা ঘোষ বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন এবং নতুন শিল্পীদের গড়ে তুলতেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সংগীতে কণ্ঠের সৌন্দর্য ও কথার আবেগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো, ফলে গায়কের প্রকাশভঙ্গি সুরের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারত।

নচিকেতা ঘোষের সৃষ্ট সংগীত আজও প্রমাণ করে যে; সংযত, রুচিশীল ও শাস্ত্রসম্মত সুর কখনও পুরনো হয় না। বাংলা চলচ্চিত্রসংগীতের ইতিহাসে তাঁর নাম তাই চিরস্মরণীয়।

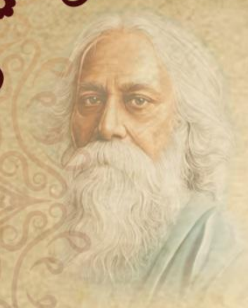

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

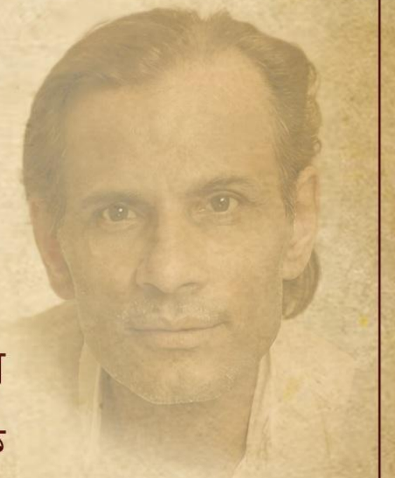

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন বাংলা আধুনিক গানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন এমন এক যাঁর কলমে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল আরও স্নিগ্ধ, আরও আবেগময়। প্রেম, বিচ্ছেদ, একাকীত্ব, স্বপ্ন আর স্মৃতির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি তাঁর গানে ধরা পড়েছে অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর ভাষায়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শচীন দেব বর্মণের মতো কিংবদন্তি সুরকারদের সঙ্গে তাঁর অসামান্য সহযোগিতায় সৃষ্টি হয়েছে বহু কালজয়ী গান।

“এই পথ যদি না শেষ হয়”, “আমি যে জলসাঘরে”, “নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী”, “ও নদীরে”– এমন অসংখ্য গান আজও শ্রোতার মনে একইরকমভাবে আলোড়ন তোলে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিকতা। তাঁর লেখা কখনও জটিল নয়, অথচ গভীরতায় ভরপুর। সাধারণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে এমন সহজে মিশে যাওয়াই তাঁকে করেছে কালোত্তীর্ণ।

বাংলা গান যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের শব্দে বাঁধা আবেগও বেঁচে থাকবে – নীরবে, গভীরভাবে, অবিরাম।

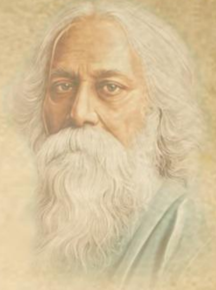

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

-: আমাদের সম্পর্কে :-

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ ই মে, ১৯৬২ সালে। "কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ" এই প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে নিবেদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ NCrF (NEP) মডেলে স্নাতক (UG), স্নাতকোত্তর (PG) ও পিএইচডি (Ph.D.) কোর্স পরিচালনা করে। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও ক্রেডিট কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিভাগটি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের পাঁচটি জনপ্রিয় ধারায় গভীর ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করে—ধ্রুপদ, খেয়াল, কীর্তন, বাংলা গান এবং লোকসঙ্গীত। অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা দক্ষ শিল্পী ও গবেষক হিসেবে গড়ে ওঠে, যারা ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে আবেগ ও উৎকর্ষতার সঙ্গে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

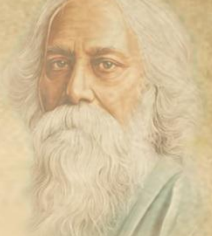

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

আলোচনা সভা সম্পর্কে (About the Seminar) : -

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ আগামী ২৪/০৩/২০২৬ ও ২৫/০৩/২০২৬ তারিখে একটি জাতীয় স্তরের আলোচনা সভা (Seminar) আয়োজন করেছে, যেখানে এই দুই কিংবদন্তি সংগীত স্রষ্টার পরিবেশনা, সাফল্য এছাড়াও সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

আলোচনা সভার উদ্দেশ্য (Aim of the Seminar): -

এই আলোচনা সভার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই দুই সংগীত স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানো । এই মঞ্চে সঙ্গীতে তাঁদের চিরন্তন প্রভাব নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে।

এই আলোচনা সভা শুধুমাত্র একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয় বরং এই দুই স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনযাত্রার আবেগময় সফর। তাঁদের ভাষা ও সুর, অঞ্চল ও সময়ের সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁদের আবেগময় সৃষ্টিগুলি আজও মানুষের হৃদয়ে একইভাবে অনুরণিত হয়, যেমনটি বহু দশক আগে হয়েছিল।

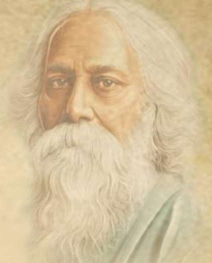

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

আয়োজক কমিটি :-

আহ্বায়ক – প্রফেসর ড: কঙ্কনা মিত্র
বিভাগীয় প্রধান (কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ)

কমিটি – কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

প্রবন্ধ আহ্বান :-

লেখক, গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক গবেষণাপত্র/নির্যাস (Abstract) জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিষয়গুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির (subtopics) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে–

১) বাংলা আধুনিক গানে (চলচ্চিত্র ব্যাতিরেকে) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও নচিকেতা ঘোষের অবিস্মরণীয় অবদান।

২) বাংলা ছায়াছবির গানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও নচিকেতা ঘোষের অনবদ্য কীর্তি।

৩) রাগাশ্রয়ী আধুনিক বাংলা গানে নচিকেতা ঘোষের সুরপ্রয়োগ।

৪) বাংলা আধুনিক গানে পাশ্চাত্য এবং লোকায়ত সুরের ব্যবহারে নচিকেতা ঘোষ।

৫) বাংলা আধুনিক গানের কথা ও সুরে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও নচিকেতা ঘোষের যুগলবন্দী।

৬) আধুনিক গানের কাব্যাংশের শব্দচয়নে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।

৭) বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার গানে (চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র ব্যাতিরেকে) নচিকেতা ঘোষের সুরপ্রয়োগ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের সরাসরি উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরা সহ অন্যান্য প্রদেশের প্রার্থীরা দূরসঞ্চার (virtual) মাধ্যমে যোগ দিতে পারবেন।

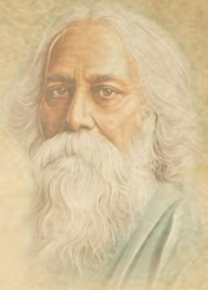

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা :

স্থান - উদয় শঙ্কর হল
সঙ্গীত ভবন
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
এমারেল্ড বাওয়ার ক্যাম্পাস
৫৬ এ, বি.টি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫০

তারিখ :- ২৪/০৩/২০২৬ ও ২৫/০৩/২০২৬
রিপোর্টিং সময় :- সকাল ৯টা।

শতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা ঃ

• প্রবন্ধ উপস্থাপনার নির্দেশিকা : -

১. সারসংক্ষেপ (Abstract) ২৫০–৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লেখা যেতে পারে। এটি Word ও PDF — উভয় ফরম্যাটে শুধুমাত্র নিম্নেপ্রদত্ত ইমেলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে - vocalmusicnew@gmail.com

২. ফন্ট সাইজ : শিরোনাম - ২০, উপস্থাপন পত্র - ১৪, সিঙ্গেল স্পেস (অবশ্যই মান্য)।

৩. ফন্ট স্টাইল :

ইংরেজি — Arial / Times New Roman

বাংলা — Avra Unicode

৪. নাম নথিভুক্তিকরণ (অনলাইন রেজিস্ট্রেশন) বাধ্যতামূলক : - ০৬/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে।

৫. সারসংক্ষেপ জমা দেওয়ার তারিখ : ০৫/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে (শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে)।

৬. নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ ISBN সহ প্রকাশিত হবে।

৭. প্রবন্ধ উপস্থাপনার সময়সীমা সর্বোচ্চ ৮ মিনিট।

৮.নিবন্ধন ফি (Registration Fee) : - ১৫০০ /-

নিবন্ধন ফি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

নাম নথিভুক্তিকরণ (অনলাইন রেজিস্ট্রেশন) এর প্রক্রিয়া : -

১) নীচে দেওয়া QR Code এ রেজিস্ট্রেশন ফি পাঠিয়ে তার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন

২) তারপর গুগল ফর্মের যে লিংকটি নীচে দেওয়া আছে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্মটি ফিলআপ করুন, তারপর পেমেন্ট এর স্ক্রিনশট দিয়ে ফর্ম সাবমিট করে দিন।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIzfgDNKXU6-YlARTb0H9-leadfUStL9dPTniOGNghPkkGwg/viewform?usp=dialog